ব্রি হাইব্রিড ধান৮

হাইব্রিড ধান করলে চাষ
খাবার থাকবে বারোমাস

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি হাইব্রিড ধান৮ বোরো মওসুমের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত। এই জাতটি ২০২২ সালে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড এর ১০৮তম সভায় অবমুক্ত হয়। এর কৌলিক সারি নং বিআর২৮২২এইচ। উক্ত কৌলিক সারিটি বি আর আর আই৯৯এ এবং এইচআরবি১৯৬-১১-২৫-৩-৩আর এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১১০-১১৫ সে.মি.।
- স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ প্রতি গুচ্ছির সংখ্যা ১০-১২টি।
- কান্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ার সম্ভাবনা নেই।
- ধানের আকৃতি লম্বা, চিকন ও ভাত ঝরঝরে।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৩ গ্রাম।
- চালে অ্যামাইলোজ ২৩.৩% এবং প্রোটিন ৯.২%।
- বোরো মওসুমে বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা ১.৯-২.২ টন/হেক্টর।
- দানার পুষ্টতা (fertility percentage) ৮৮.৬%।

ব্রি হাইব্রিড ধান৮

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

দেশীয় আবহাওয়ায় অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন মাতৃ ও পিতৃ সারি ব্যবহার করে এই ধান উদ্ভাবিত হওয়ায় এর রোগ বালাই এর আক্রমন কম। প্রচলিত জাতের চেয়ে অধিক ফলন হওয়ায় ক্রমহ্রাসমান জমিতেও উৎপাদনশীলতা অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব।

জীবনকালঃ এ জাতের জীবনকাল ১৪৫-১৪৮ দিন।

ফলন ঃ গড় ফলন ১০.৫-১১.০ টন/হেক্টর।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১-৩০ অগ্রাহয়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)।

২. **চারা রোপণ ঃ** ১-৩০ পৌষ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি)।

৩. **বীজের হারঃ** ১৫ কেজি/হেক্টর

৪. **চারার বয়সঃ** ২৫-৩০ দিন। চারা রোপনঃ ১-৩০ পৌষ (১৫ ডিসেম্বর- ১৫ জানুয়ারি)

৫. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সে.মি. × ১৫ সে.মি ব্যবধানে রোপণ করতে হবে।

৬ **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ১-২টি করে।

৭. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৭.১ ইউরিয়া	গুটি ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা সার (জিংক)	বোরোন
৩৬	৩০	১৭	১৬	৯	১.৩	০.৫

৭.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক প্রয়োগ করা উচিত। অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে রোপনের ১০-১২ দিন পর ১ম কিস্তি, ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি ২য় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

৮. **আগাছা দমন ঃ** আগাছা দমনে আগাছানাশক ব্যবহার করলে প্রথম কিস্তি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সাথে অনুমোদিত আগাছানাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে এবং ক্ষেতে সেচ দিয়ে পানি ধরে রাখতে হবে।

৯. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চারা থেকে সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমি ২-৩ বার শুকনা দিলে কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সার ও অন্যান্য কীটনাশক প্রয়োগের সময় অবশ্যই জমিতে পানি রাখতে হবে। ধানে থোর অবস্থা থেকে ফুল ফোটা এবং দুধ অবস্থা পর্যায় জমিতে ৫-১৮ সে.মি. পানি ধরে রাখতে হবে।

১০. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি হাইব্রিড ধান৮ এ রোগ বালাই ও পোকার আক্রমন প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার দমন সম্ভব।

১১. **ফসল কাটা ঃ** শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধান সোনালী রং ধারণ করলে ধান কাটা শুরু করতে হবে। অধিক পাকা ধান কাটলে ধান ঝরে পড়ে ও শীষ ভেঙ্গে যায়, এতে ফলনও কমে যায়।

বি.দ্রঃ হাইব্রিড ধানের বীজ পরবর্তী মৌসুমে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd